প্রবেশনারি সাব-ইনসপেক্টরদের হাতে থানা নয়, নির্দেশ মানবাধিকার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সদ্য ট্রেনিং শেষ করে থানায় প্র্যাকটিকাল করতে আসা প্রবেশনারি সাব ইনসপেক্টরদের হাতে আর থানার সেরেস্তার দায়িত্ব ছাড়া যাবে না। সম্প্রতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন কলকাতা পুলিশকে এই নির্দেশ দিয়েছে। একবালপুর-কাণ্ডের জেরে মানবাধিকার কমিশনের এই নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে।

ঠিক কী হয়েছিল একবালপুরে? চলতি বছরের ২১ এপ্রিল মোবাইল ফোনের 'সিম' হারিয়ে যাওয়ায় স্থানীয় একবালপুর থানায় অভিযোগ জানাতে যান দুই ভাই আদিল নাসের এবং আকিব নাসের। সেই সময় একবালপুর থানার তৎকালীন ওসি, ডিউটি অফিসার এবং সেরেস্তার দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনসপেক্টর কেউ ছিলেন না। সেরেস্তার দায়িত্বে ছিলেন প্রবেশনারি সাব ইনসপেক্টর পীযূষ সরকার।

সেদিন অভিযোগপত্রের বয়ান নিয়ে এই প্রবেশনারি সাব ইনসপেক্টরদের সঙ্গে প্রথমে বচসা বাধে আদিল ও আকিবের। যা পরে হাতাহাতিতে গড়ায়। যদিও আদিল ও আকিব ভাইদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের বাবা অ্যাডভোকেট আবু নাসের সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করেন ওই প্রবেশনারি সাব ইনসপেক্টর। এমনকী তাঁদের থানার মধ্যে পীযূষ সরকার, বি বি দাস, সন্দীপ পালসহ সাত-আট জন পুলিশকর্মী লাঠি-লোহার রড দিয়ে মারধর করে।

হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করার পাশাপাশি আদিল ও আকিব নাসের রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে একবালপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এরপর তদন্তে নামে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের নিজস্ব তদন্তে তৎকালীন একবালপুর থানার ওসি সিদ্ধার্থ দত্তের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। কমিশন বলেছে, 'থানার প্রশাসনের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না ওসির।'

পাশাপাশি আদিল ও আকিব ভাইদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। যদিও ঘটনার পর পর মূল অভিযুক্ত সাব ইনসপেক্টরের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এই ওসিসহ অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের অন্যত্র শাস্তিমূলক বদলিও করেছে। যা নিয়ে অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করেছে কমিশন।

ওই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, 'সেরেস্তা হল একটি থানার নার্ভ সেন্টার। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের হাতে তার দায়িত্ব থাকা উচিত। কোনও মতেই প্রবেশনারি অফিসারের হাতে থানার সেরেস্তার দায়িত্ব থাকার কথা নয়।' ওই লিখিত নির্দেশিকায় কমিশন কলকাতা পুলিশের প্রশাসনের কাছে বার্তা দিয়েছে, এবার থেকে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে থানায় প্র্যাকটিক্যাল করতে আসা প্রবেশনারি সাব ইনসপেক্টরদের হাতে জটিল এলাকার দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়।

এদিকে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এই নির্দেশিকা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) রাজীব মিশ্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি আমরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।